তারিখ 02 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

দৈনিক বাংলা

গণশিক্ষা কার্যক্রম ঃ অন্তরায় ও প্রতিকার

।।এক।।

বাংলাদেশে ১০·৮০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৭·৪৫ কোটি মানুষ নিরক্ষর। বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ বিদ্যালয়ে আসে না। যারা আসে তাদের মধ্যে থেকে ২৫ ভাগ ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষাদান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাক্ষরতা দান নয়, জীবনের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা এবং বিরাজমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গতিধারার মধ্যে শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করাও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য। এতে মৌলিক স্তরের শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলে দেশের প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে প্রথম সরকারীভাবে গণশিক্ষা সম্পর্কে উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণশিক্ষা কর্মসূচী প্রথম চালু করেন। দেশকে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে নিরক্ষরতা মুক্ত করার লক্ষ্যে ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিটি ইউনিয়নে "সাক্ষরতা কর্মী-দল" গঠন করা হয়। কিন্তু সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় কর্মসূচীটি বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত কোন প্রকার গণশিক্ষা কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। ১৯৮৭ সনে পুনরায় গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু হলেও রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং প্রয়োজনীয় মনযোগের অভাবে তা সফল হতে পারেনি।

গণশিক্ষা কার্যক্রম স্বরূপ ও প্রকৃতি

বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অধীনে দেশের বিরাজমান নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বয়োঃক্রমে ভাগ করে শিক্ষাদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ঃ (ক) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়, এই পর্যায়ে ৪-৫ বৎসর বয়স্ক শিশুকে বিদ্যালয় গমনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা, (খ) ৬-১০ বৎসর বয়স্ক শিশু যারা বিদ্যালয়ে যায়নি অথবা বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে, (গ) ১১-১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা, (ঘ) ১৫-৩৫ বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং (ঙ) অবিরাম শিক্ষা গ্রহণের পর্যায় সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত সকল পর্যায়ের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র পাঠক্রম এবং শিক্ষাপোকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম একটি পাইলট প্রকল্প। আগামী ১৯৯৪ সনের জুন মাসের মধ্যে মেয়াদকাল শেষ হবে। এ সময়সীমার মধ্যে ৫৪টি জেলায় একটি করে পাইলট মডেল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ২টি করে মডেল থানা নির্বাচন করা হবে এবং উক্ত থানায় গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নব নব ধ্যান-ধারণার উদ্ভাবন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে..... সমন্বয় সাধন, গৃহীত কর্মসূচীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষা ল্যাবরেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকল্প সমাপনান্তে গোটা কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি বিস্তারিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯৯৪-৯৫ সন থেকে বৃহত্তর প্রকল্প প্রণয়ণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বর্তমান কর্মসূচী

সাক্ষরতা দান কার্যক্রমে বাংলাদেশ সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য কোন প্রাইমার ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত প্রাইমার শুধুমাত্র নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে ব্যবহার করে আসছিল। এই সকল প্রাইমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী কোন প্রকার সমন্বয় ছিল না। তাছাড়া সকল প্রাইমার গতানুগতিক পদ্ধতিতে লিখিত হওয়ার কারণে সাক্ষরতা দান ছাড়া কোন প্রকার ব্যবহারিক উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সমস্ত বিচ্ছিন্নতা দূর করে গণশিক্ষা কার্যক্রম কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল অভিন্ন করিকুলামের ভিত্তিতে, ১৫-৩৫ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য তিন খন্ড প্রাইমার রচনা করে। উক্ত প্রাইমারের সাহায্যে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচীর আওতায় ৪৫টি থানার ১৭২০টি শিক্ষা কেন্দ্রের ৬৯,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ১০১টি বেসরকারী সংস্থা ২৪৭০টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৫৬,৩৯৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান কার্যক্রমের আওতায় এই পর্যন্ত ১২৪২৮৭ জনকে সাক্ষরতা দান করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত এই কার্যক্রমের আওতায় মোট ৮৩৭০০০ জনকে সাক্ষরতা দান করা হবে। মৌলিক বা প্রাথমিক পর্যায়ের ৬-১০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে অভিন্ন কারিকুলামের ভিত্তিতে বাংলা, গণিত ও সমাজ পাঠ বিষয়ে প্রাইমার এবং উক্ত সকল বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং সুপারভাইজারদের জন্য ম্যানুয়াল রচনা করা হয়েছে। প্রাক-কার্যক্রম পর্যায়ের ৪-৫ বৎসর বয়েসী শিশুদের জন্য শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও সুপারভাইজারদের জন্য ম্যানুয়াল একই পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছে। পুস্তকগুলির মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন, ১১-১৪ বৎসরের কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত করে বই প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান কার্যক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয়ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দান করা হয়ে থাকে। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের থানা সদর দফতরে ১০ দিনের একটি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ৩ মাস অন্তর উক্ত শিক্ষকদের ২ দিনের রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ দান করা হয়ে থাকে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত মুখ্য কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে ৪ দিনের ওরিয়েন্টেশন ও শিক্ষকদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ৪৩টি থানায় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর মোট ১৭২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১২৯ জন সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। ৯৫টি বেসরকারী সংস্থার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে সহায়দতা দান করা হয়েছে। কার্যক্রমের অন্যান্য পর্যায়ে অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

প্রাক প্রাথমিক এবং মৌলিক শিক্ষা স্তরের জন্য বিশেজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ সাময়িকভাবে থানা শিক্ষা অফিসারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে তত্ত্বাবধানও পরিদর্শনের জন্য ১ জন সুপারভাইজার স্থানীয়ভাবে নিয়োগদান করা হয়েছে। গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতি জেলায় ১ জন জেলা কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। জেলা কো-অর্ডিনেটর-এর নিয়োগদানের বিষয়টি চূড়ান্ত প্রায়। জেলা কো-অর্ডিনেটর গণশিক্ষা সংক্রান্ত সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা কো-অর্ডিনেটর বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, গণশিক্ষা, কার্যক্রমের আওতায় প্রতিষ্ঠিত রিসোর্স সেন্টারের সার্বিক দায়িত্ব পালন, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ প্রেরণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ স্থানীয় আর্থ-সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন, মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচীর বস্তাবধায়ক জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও কেন্দ্রীয় দফতরে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রেরণের দায়দায়িত্ব পালন করবেন।

বর্তমান গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সামাজিক অবকাঠামোগত সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন ক্লাব ঘর, বিদ্যালয় গৃহ, মক্তব মাদ্রাসা ও সকল গৃহস্থ গণশিক্ষা কার্যক্রমের কোর্স মেয়াদ সমাপ্ত করার শর্ত মেনে নেয় তাদের বৈঠকখানা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সকল শিক্ষা কেন্দ্র নির্বাচনের জন্য থানা পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটি ও স্থানীয়ভাবে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সুসংগঠিতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এছাড়াও শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য এই সকল কেন্দ্রে মাদুর চাটাই কেরোসিন তৈল, ব্লাক বোর্ড চক-ডাষ্টার শিক্ষামূলক পোষ্টার বই ইত্যাদি বিনামূলে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

—অধ্যাপক এস এম সাইফউদ্দীন